সৃষ্টি রহস্যের খোলা দুয়ার

'জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রী শ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজে'র--

একান্ত ঘরোয়া তত্ত্ব আলোচনা :-

বালির একটা কনারে দেখাযায় একটা বিরাট। সেই যন্ত্র দিয়ে যদি-দেখা যায় মনে হয় আছে। যন্ত্রে বেড় পাইতাছে না । যন্ত্র বলতাছে-আমার ক্ষমতা নাই। এই সুক্ষকে আবিস্কার করা, তখন ন্যাচার থেকে বলছে, তাইলে কি করে এরা আবিস্কার করে? সুক্ষ বস্তু থেকেই তো তৈরী হচ্ছে, from brain থেকেই তো তৈরী হচ্ছে, ম্যাটার থেকেই তৈরী হচ্ছে সে। তাইলে যে brain ম্যাটার থেকে তৈরী হচ্ছে , সে আরো সুক্ষ। তখন যন্ত্রকে বলছে তুমি আরো Power full হও। সে বলছে যন্ত্রকে আরো হাজার গুন Power full করতে। সেইদিক দিয়া দেখতে গেলে একটা বালিকনাকেও ছোট দেখা যাইতাছে। এত দিনে একটু আবিস্কার হয়েছে।

তার মধ্যে সে তো জীবিত ? হ্যাঁ সেও নড়ে চড়ে , তার মধ্যে হার্ট আছে , লিভার আছে, গলব্লাডার আছে। এ কি করে সম্ভব? তার মধ্যেও ওয়ার্মস আছে। তারে যদি খুঁজতে বার কর তখন যন্ত্রে কইল আমার ক্ষমতার বাইরে, আমি আর পারবো না। আরো হাজার গুণ Power তোমারে দিয়া দিলাম, আরো হাজার গুণ Power। কোথা থেইকা দেখা যায় সুক্ষে সূক্ষে, আর একটু বালি কণার মত দেখা যায়। অনেক স্তরে কিন্তু চইলা গেল গিয়া। সেও নড়ে চড়ে। তার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতো? যন্ত্রে জিজ্ঞাসা করছে, ও ভাই ... তুমি কোন দেশের লোক? কইল আমি বায়বীয় জগতে বাস করি। বায়ুর সাথে মিশে থাকি। আমাকে দেখা যায় না। আর আমি এমন একটি যন্ত্র, এই সব-এইসব দেওয়ালের ভিতর দিয়া আমি চইলা যাই। যতগুলি দেওয়াল, এই খানকার কোন Protection এ আমাকে আটকাতে পারেনা, , সবটাই আমার দরজা, পৃথিবীতে আমি বসবাস করতে পারি না। বলো কি? তুমি থাকো কোথায় ? বায়বীয় জগতে। বায়ুর উপর আশ্রয় কইরাই আমি থাকি। বায়ুর ম্যাটারের সাথে আমি মিশে থাকি । আমার জন্য কোন ফুড় ফুডিংস নাই। আমার ফুড হয় না, কোন কিচ্ছু না। যেই খানে বই হেইখানেই আমার ফুটা। কয়কি, তোমার পৃথিবীতে যদি আমি বাস করি, এই খান দিয়া গিয়া ঐখান দিয়া বাইরাইয়া যামু গিয়া।

কি বল কি? বলে হ্যাঁ। তাইলে তোমার অস্তিত্ব? আমার এই-বায়বীয় জগতেই আমি বাস করি। বায়ুর উপরে আমি আশ্রয় করি, বায়ুটা আমার কাছে স্থুল । তোমার মাটির মতন বায়ুটা আমার কাছে স্থুল। বায়ুটা তোমার কাছে স্থুল? হ্যাঁ এখানে আমি বসবাস করি। ঐখানে আমার বাড়ী ঘর আছে। ঐখানে আমার ছেলেপেলে হয়, ঐখানে খেলাধূলা করি, এই বায়ুর মধ্যে হাঁটাচলা করি। বলো কি? তাদেরে জিজ্ঞাসা করো তাদের মধ্যে আত্মীয়তা আছে। বন্ধুত্বতা আছে, ভালোবাসা আছে, সব আছে। তাদের ভেতরে তারাও-আবার চিকিৎসক আছে। তাদের মধ্যেও ক্লাশ হয়, সব হয়।

যন্ত্রে Power দিয়া তাগোরে জিজ্ঞাসা করতেছে, আমরাও সুক্ষ চিন্তা করি। আমাদের যে জন্ম হইছে সেই সূক্ষে যাদের কে সেই সূক্ষটাকে বার করি। তারাও আবার সেই সুক্ষ বার করতে বাইরাইছে। সূক্ষ বাইরে করে দেখে এতো সূক্ষ যে তার কোন যন্ত্রে আর লাগাল পাচ্ছে না। তখন বলতাছে, যন্ত্রে যখন লাগাল পাচ্ছে না। আর কোন মতেই যখন লাগাল পাচ্ছে না সেইখানেও যে তোমরা বসবাস তোমরা কর। হ্যাঁ সেই-খানেও বসবাস করছি। কোথায়? Mind এ, মন, ওর মধ্যে বসবাস করে। বুঝতে পেরেছ? মনটা স্মরণ করছ ঐ

এর মধ্যে বাস করে। যতগুলি Mind আছে, বাঘের থেইকা, কুকুর থেইকা, বেড়াল থেইকা যত সবাইর মন ঐ টা তো অটোমেটিক্যালি চলতাছে। ওর মধ্যে তারা বসবাস করে। এখন খুঁজে দেখা গেছে যে এইটাই সবচেয়ে সুক্ষ, ঐটাই ওখানে পৃথিবীর মতো বাস করছে। বলছে ঐটাই ম্যাটার। Mind টাকেও অরা ম্যাটার কইরা নিছে। ঐটাও-পৃথিবীর মতন অগো কাছে স্থুল। ঐখানে হাটবাজার সবই আছে। খাওয়া দাওয়া হয়। কেমনে খায় অরা? অরা খায় তোমরা যেইটা স্মরণ কর, বাঃ কি চমৎকার ... এইটা খুব সুস্বাদু, মনে মনে মনের থেইকা তো অরা ঐ টা ... হিটটা ঐখানে , হিটটাতো এইখানেও আছে, হিটের বাতাসও তো হিটে যায়। হিটতো অনেক দূরে যায় তো? বলছে ঐটা রসদ, ঐ টাই ওদের রস সাপ্লাই করে। রসদ সাপ্লাই করে। তাতেই অরা ভোজন করে। অরা এখনে কোন ভোজন করতে পারে না। কেমনে ভোজন করবে ? ভোজনের মধ্যে দিয়া যায় গিয়া। খাবার যে খাইব? সেই খাবারের মধ্যে দিয়া অরা ঢুইকা যায় গিয়া। অরা কোন খাবারই গ্রহণ করতে পারে না। এই ন্যাচার থেইকা। কারন সব খাবার-ই অগো কাছে-ই-ফুটা বুঝতে পারছ? সব খাবারই ফুটা , তা খায় কি? খায় ঐ Mind এর মধ্যে দিয়া যেইটা পাস করে সেই থেইকা রসস্বাদ গ্রহণ করে। ওরা যে এই পর্যন্ত যত সুক্ষ আলারা আছেন, সেই সুক্ষ আলারা ওই মনের থেইকাই তারা সেইটা আবিস্কার করে বার করে। Mind দিয়াই আমাদের খোঁজাখোজ, আমাদের সাথে রিলেশান , আত্মীয়তা সব কিছু তা দিয়া করে। মনতো গিয়া ঐ পর্যন্ত রইল, Mind তখন বলতাছে , আমার লাগাল পাবি তুই? মূহুর্তে চন্দ্র সূর্যে গ্রহ নক্ষত্রে আমার Speed এ আমি চইলা যাই। স্মরণ করাটাই মানে যাওয়া বলছে Mind এর হইল স্মরণ করবা সেই বস্তুকে সেইখানে গ্রহণ করা হয়। খুব Speed এক সেকেন্ডে ইউনির্ভার্স্ ঘুইরা আসে। বলছে মনটা আসতাছে from Brain থেইকা মনটা যে উঠল তার আবিস্কারক কে? তার Originality কোথায়? মনের পরে মনটা যার থেইকা উঠছে সেইটা ম্যাটার এ গেল গিয়া, ওরা ওখানে বসবাস করে। সেইখানে এরা বসবাস যখন করে তাইলে তো ম্যাটারের মধ্যে রইয়া গেছে। কিন্তু তাদেরে জিজ্ঞাসা করছে তার পরে তোমার যে পূর্ব পুরুযেরা তারা বসবাস করে কোথায়?

কইল তারা মনের মধ্যে দিয়া গলে তাইলে মনটাও ফাঁকা হইয়া যায়। তারা মনের মধ্যে বসবাস করতে পারে না। এত স্থুল অদের কাছে, Mind টাও স্থুল হইয়া গেছে। সেইটা তাদের কাছে পৃথিবীর মতো হইয়া গেছে। তখন বলছে এই সহস্রাবের কথা বলছে, সারের কাছে, ইউনিভার্স থেইকা যেইটা ফাঁকা-ফাঁকাটাতো রইছে। সবটাই তো ফাঁকা। এই ফাঁকাটাই একটা সেন্স একটা মাইন্ডের মতন। সেন্স্ আছে। এই ফাঁকাতেই একটা সেন্স্। চৈতন্য যাকে বলে সেই চৈতন্যটা কারোর মধ্যে বসবাস করে না। এইটার ডেফিনেশান টা হইল সে কারো অধীনে নয়। কারোর মধ্যে বসবাস করে না। কারোর সৃষ্টি তত্ত্বে পড়ে না। অর কোনো অরিজিনালিটি নাই। কোন আদিও নাই অন্তও নাই। তার কারন তাকে সুক্ষ বিচার দিয়া যন্ত্র দিয়া তার অরিজিনালিটি খুঁইজা পাওয়া যাবেনা। লাগালের বাইরে হইয়া গেল। মাইন্ড সেইখানে ওয়াল হইয়া যাচ্ছে। স্থুল হইয়া যাচ্ছে। মাইন্ড পর্যন্ত একটা ইটাপাথর হইয়া দাড়িয়েছে। যেখানে মাইন্ডের গতি সেকেন্ডে লক্ষষ্য লক্ষস্য, কোটিস্য কোটি মাইল। যেইটা স্মরণ করবে সেইটাই গমন হয়। এত স্পীড যেইখানে মাইন্ড এর, সে বলতাছে হতাশ হইয়া, যে আমি আর লাগাল পাচ্ছি না এই যন্ত্র দিয়া, আমি আর কাউকে ধরতে পারছি না। যাইতাছি সব যায়গায় গিয়া সেই খানেও,যে বস্তু দেখতাছি সেই বস্তু একটা আকার খুঁইজা পাইছি। কও কি? সেইখানেও আকারটা আছে? সেই আকার টা এত তেজ এত বিরাট যে এক একটা তেজ কণিকা থেইকা কয়েক কোটি পৃথিবী হইয়া যাইতে পারে। যে সুক্ষে সেই যে সুক্ষে সেই যে সূক্ষ রইয়া গেছে সেই সুক্ষের বিবরণ নাই , বর্ননা নাই, ব্যাখ্যা নাই, মাইন্ড্ ফেল, মাইন্ড এর পরে সার ও ফেইল, যেই খানে তার গতি তার যে ক্ষমতা সেখানে তাকে ব্যাখ্যায় আনা চলবে না। ব্যাখ্যায় আনতে গেলেই একটা ম্যাটার হইয়া যায়। বলছে সে কি ম্যাটার? আবার

জিজ্ঞাসা করছে -সীমা নাই, আকার থাকলে তার সীমা থাইকা যায়। কিন্তু বলছে ফাঁকার যদি সীমা না থাকে ঐ সীমানা বিহীনের মধ্যে সে বসবাস করে ম্যাটার স্বরূপ, যার থেইকা মাইন্ড তৈরী হয়। ঐ মাইন্ড এর থেইকা মাইন্ডই তৈরী হয়। কিন্তু তার মধ্যে যারা বসবাস করছেন তারা তার সামিল হইয়া তাকে আবার ম্যাটার কইরা বসছে। সেই ম্যাটার টা কি? সেই ম্যাটার টার আকার নাই, সেই ম্যাটার টা খুঁইজা পাওয়া যায় না। : সীমা নাই তার বিবরণ নাই, তার বর্ণনা নাই, নাইটাই হইল তার হইল সাবজেক্ট। তাকে কেন নাই বলা হইছে? কোন কিছুর ভিতর দিয়া তাকে লাগাল পাওয়ার মতন ক্ষমতা কিচ্ছু নাই। ক্ষমতায় নেই, বাইরে নাই, কোন কিছুতে নাই। ফিজিক্যালি নাই, মাইন্তে নাই কিছুতেই খুঁইজা পাওয়া যায় না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সেইখানেও আবার এক গুষ্ঠী বসবাস করছে তারা কি? তাগো আর আমাদের এখানে আনা চলে না। কিন্তু আনা চলে না। বললেও চলবে না। তার কারণ ঐ অরিজিনালিটির থেইকা এই সৃষ্টি । অরিজিনালিটি থেইকা সৃষ্টি কিন্তু বাপ থেইকা সৃষ্টি হইছে বাপের খোঁজ পাওয়া যায় না। এই টাই তার রেফারেন্স। তার পরিচয় হইল তার নিখোঁজ হইল তার ফাদার। নিখোঁজের বর্ণনা তো পেয়েছে? নিখোঁজের বর্ণনা জেনে যাও। যে কত বড় বিবরণ। নিখোঁজ কথাটা একটা খোঁজের মধ্যে নিখোঁজ।

নিখোজের বিবরণ হইছে, তার বাপের নাম হইছে নিখোজ, বসবাস হইছে নিরাকার , আকার নাই, তার চৈতন্য হচ্ছে খুজে না পাওয়া, কোন কিছুর মধ্যে নাই সাড়া নাই ,সুর নাই চক্ষু নাই এইখানকার বিবরণে । কিন্তু আর্শ্চযের বিষয় তুমি যতই তাকে নাই কইরা ফেলে দাও , নাই এর মধ্যে যে হ্যাঁ টা রয়ে গেছে। এই হ্যাঁটা ধরতে হবে ধারণায়, এইটার যন্ত্র হচ্ছে ধারনা। সেই ধারণা নট্ ফর্ রঙ না আন্ডার স্ট্যান্ডিং এতে নয়। এইটা হচ্ছে, ম্যাটারের উপরে বেস করে এইটা চলছে। কিন্তু ম্যাটার গিয়ে যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে ম্যাটারের চিন্ত ধারায় লাগালের বাইরে হয়ে যাচ্ছে, তখন তাকে আর আনা চলে না। তাকে যন্ত্রে কিন্তু বলছে, মাইন্ড্ কে অরা ব্লেসিংস্ দিচ্ছে ইউ ক্যান তুমি ক্যামেরায় তুলতে পারবে। ধরতে পারবে না। ক্যামেরায় আনতে পারবে কিন্তু লাগাল পাবে না। Xray কপি নিয়ে আসতে পারবে। এর জন্য মাইন্ড কে প্রথম স্থান দিচ্ছে। ঐ সেইজন্য অর সেইটা আভাসটা মাইন্ডে ফুটে উঠে। ফুটে উঠে মাঝে মাঝে রিফ্লেক্ট হয়, এটাই হচ্ছে। এই জন্য তার একটু ইঙ্গিত সমস্ত সৃষ্টি তত্ত্বে রয়ে গেছে। এই ইঙ্গিতটা রইছে কিন্তু আনতে পারবে না। বর্ণনায় আনতে পারা যায় না। সেই জন্য বলছে নাই কথাটার মধ্যে একটা থাইকা যায় কিছু। খুব সাংঘাতিক তত্ত্ব। এবং সেইজন্য তত্ত্বের বিশ্লেষণে যারা গভীর তত্ত্বে রয়েছে তারাই একমাত্র বিশ্লেষণ করে, ঐ সূক্ষকে টেনে এনে নোট করতে পারবে। নট্ ফর অ্যানাদার। কারো, অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। এই যারা জন্মের থেইকা ডুবুরী হইয়া আইছে, এই ডুবুরীই একমাত্র বাইর করতে পারবে। আর ঐ বাইরের থেইকা বইসা জল দেইখা ডুবুরী তলে কি আছে সম্ভব নয়। বোঝতে পারছ একটু? সামান্য কথাটার কতদূর দূরত্ব। Birth, একটা জেনারেশান যদি ৫০ লাখ সূক্ষে ঢুকিয়ে নেই, ৫০ লাখের পরে স্টার্ট হবে। ৫০ লাখ যদি খুঁজে খুঁজে বার করা যেতে পারে ৫০ লাখের পরে যদি স্টার্ট হইতে যায় আরো ৫০ লাখ এগিয়ে চলো, তার পরেরটা হইব শেষ কোথায়? তারপর গিয়া কইব কোথায়? কোথায় এর মধ্যেও কথায় থাকবে। এই কোথায় এর মধ্যেও কথায় থাকবে, কথায় যেইটা থাকবে সেটা খুঁইজাই পাওয়া যায় না। ইউনিভার্সে লুকিয়ে থাকার কোন জিনিস থাকতে পারে না। যেটা আছে সেটা বেরোবেই। সেও চেষ্টা করতাছে যতটা বেরোতে পারে। কোন লাইন দিয়া বাইর করব সেই চেষ্টায় অস্থির। অটোমেটিক্যালি বিভিন্ন রকমের সৃষ্টি হইতাছে। বিভিন্ন রকমের বর্ণ চলছে। সে যেন হোল বডির মধ্যে একটা ছক করা আছে। বডির মধ্যে এমন শিরা কোথাও - আছে যেটা সেই কোটি কোটি সুক্ষের এক ছোঁয়াচ যাইতাছে। এই রকম এই রকম করতাছে। আর কিছুই করতে পারে না। এটা কেন এরকম করতাছে? এগুলোকে কে রিসার্চ করবে?

তার কোন ফাংশন নাই, প্রয়োজন নাই। কিচ্ছু নাই, কিন্তু ঐটার মধ্যে এত সূক্ষ আছে সেই অটোমেটিক ভিতর থেকে এই রকম করতাছে। দেখা যায় কোটি কোটি কোটি বস্তুর এমন সূক্ষের ইঙ্গিতটা বহন করতাছে। তাকে ধইরা ধইরা সেথায় যাওয়া যায় ।

বাবা কিরে ? কেমন আছস?

ভক্ত - জ্বর হইছে হরলিক্স দিতাছে।

বাবা - হরলিক্সটা খাওয়াও কেন? বার্লি বার্লি

ভক্ত - বার্লি?

বাবা -হ্যাঁ বার্লিই সবচেয়ে ভাল, খুব ভালো করে ফুটিয়ে নাও, হরলিক্স পেট গরম হয়ে যায়, পেট ফেঁপে যায়। কোন পদার্থই না একটা।

ভক্ত - ডাব দিব?

বাবা -ডাব, ডাব, ডাব, না বারলিই থাক ।

এই বডির কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু বডির মধ্যেই এইগুলো- সারগুলো দিয়ে দিচ্ছে তোমাগো জন্য। রেডার, রেডারের কথা কইছিল আমারে। এইটা একটা রেডার। এইটা ঐখানে ফাঁকাটা অসীমের একেবারে সীমার শেষ যাকে বলে। হেইডাও অসীম। যত অসীম হউক না কেন তার মিটার স্পন্দন টা এখানে চলে আসবে। আর সে নিচ্ছে। তত্ত্বজ্ঞরা ঐটার উপরে Base কইরা ঐটাকেই স্ফুটুনি কইরা সামনে রাইখা দিয়া।

কিরে ভালো আছস?

ভক্ত - আপনি ভাল আছেন?

বাবা -দেখতে আইলা না, দেখ।

ঐটাই স্ফুটুনি কইরা সামনে রাইখা, ঐ শিরাটা এই রকম করতাছে , চলতাছে, ঐটাতেই চলতাছে। যতই চলে মাইন্ডে গিয়া এটাকে স্ফুটুনী করছে, মাইন্ডকে স্ফুটুনী কইরা সেকেন্ডে কত মাইল, যায়। এই কইরা ঐটাকে সামনে রাখতাছে। ঐ থট্ নিল। থটটা চলতে চলতে ঐটা যতই যায় স্পন্দন বাড়তাছে, দেখা যায় কি সুন্দর স্পন্দন দেয়। স্পন্দনের মধ্যে দিয়া এইটার থেইকা ঐটার মধ্যেই সেন্স্ দিয়া এটা তৈরী পুরোপুরি সেন্সের সেল্ দিয়া তৈরি। তার থিকা রিফ্লেকট্ হচ্ছে। ঐটার থেইকা সাউন্ড্ বাইর হচ্ছে স্পীডে ঐটার থিকা সাউন্ড্ আনছে। সাউন্ডের মধ্যে কটর কটর .. তার মধ্যে বলতাছে, সেই ধ্বনি .... একটা সুর ধ্বনির মতন। ঐ ধ্বনিটার অর্থ বুঝতে পারতাছে নাতো। ঐটা নিয়া করতাছেটা কি।

বাইপ দেখ।

বাইপাস কইরা ব্রেইন এ পাঠাইয়া দিচ্ছে । ব্রেইন এর পিন পয়েন্টে পাঠাচ্ছে। পিন পয়েন্ট থিকা সাউন্ডে যাচ্ছে। সাউন্ড থিকা সেইটা রিফ্লেক্ট করছে ঐটাকে তখন অটোমেটিক ট্রান্স্লেশন হইয়া যেই যেই দেশের ভাষায় অভ্যস্ত ঐ সাউন্ড এর ট্রান্শ্লেষন হইয়া ঐটা বাইর হচ্ছে। বাইর হইয়া তখন তুমি কথার মাধ্যমে সেইটা (Exposed) ছাড়ছ। কিভাবে দেখাচ্ছে কোথা থিকা কোথায় ব্রেইন কোথায়, বাইপাস্ কোথায় ব্রেনে গেছে কোথায় সেই সাউন্ড এ গেছে কোথায় সেই কথা সেই মাধ্যমে গিয়া যার যার ভাষায় চাইনীজ চাইনীজ ভাষা বাইরাইব। সেই দেশের সেই দেশের সাউন্ডে এইটা হচ্ছে। বাইর হয়ে আসছে কথাটা। সে সেইটা Supply করছে। তখন বাইরাইল এই এই এই যেন পরিচিত সবার - আর ঐটা এইভাবে চলছে ঐটা ঐদিকে চলছে স্ফুটুনি চলছে আর এইটা গোছাচ্ছে অটোমেটিক্যালি হার্টের বিটের মতন কলম দিয়া, এই এই এই আচ্ছা তারপর হ্যাঁ এই সুক্ষে কোথায় গেল? তার পরে গিয়া দেখেকি যাইতে যাইতে যাইতে যাইতে ছোট ছোট বিন্দুর মত কি যেন ওর মধ্যে বেড়োচ্ছে । একেবারে ফোয়ারার মতন চলছে একেবারে।

এইগুলি কি? এই গুলি World, World কি রকম স্পীড এ এক এক সেকেন্ডে কত হাজার লক্ষ কোটি - অ্যা ঐগুলি বেড়িয়ে বড় বড় হইয়া যাইতাছে এইটাতো ভরতাছে না? হাজার হাজার লক্ষস্য কোটিস্য কোটি পার সেকেন্ডে চলছে সেটা দেইখা এই খান দিয়া বাইরাইয়া যায়। নিজে নিজেই কইতাছে কি সর্বনাশ এটা ফাউনটেইন World ফাউনটেইন। এখানে জলের ফাউনটেইন নয় World ফাউনটেইন চলছে। World সব ডিমের মতন বাইরাইয়া ঐগুলি গিয়ে করছে কি ইউনিভার্সের মধ্যে সব ছাইড়া দিতাছে তো ওখানে গিয়া ঝুলতে ঝুলতে .... বাপরে সব এক একেক টা আছে, সব কনটাক্টে, অ্যাট্রাকশনে এই একেকটার চেহারা এত টুকু দিন গেলে- তোমার মাস হইয়া যাইব গিয়া। এইতো অবস্থা সবইতো এক। বড় বড় গর্জাইতে আরম্ভ করছে। একেবারে ২৫ হাজার মাইল, ৫০ হাজার মাইল হইয়া গেল গিয়া - ১ লক্ষ মাইল হইয়া গেল গিয়া। সূর্য হইয়া গেল গিয়া, ঐ থিকা চন্দ্র সূর্য একেবারে ঝড় বাইরাইতাছে।আবার ও থেইকা কিছু বাইর করে বড় বড় হইয়া গেলে ওখান থিকা আবার টুকরা বাইর কইরা দেয়। আর একটা গ্রহ হইয়া গেল।

এমন একেক টা গ্রহ হয়। সেই গ্রহ থেকে একটা টুকরা বাইর হইয়া গেল। সব গ্রহের থিকাই টুকরা বাইর হবে। টুকরা বাইর হইয়া ঐ জায়গাটা খালি কইরা দেয়। কে মাটি কাটবে? মাটি কাটবে কে? এত বড় সমুদ্র টারে গর্ত করবো কে? এই জাগার থিকা একটা এমুন হুস। কইরা বাইরাইয়া গেল গিয়া ঐ জায়গাটা খালি হইয়া গেল গিয়া। জলে ভর্তি হইয়া গেল গিয়া সব ঐর মধ্যে রইয়া গেছে। পরিস্কার বোঝা যায়। জল আইতাছে, এই গ্রহটা চইলা যাইতাছে,লেখা বাইরাইতাছে, এই বাইরাইয়া বড় হইয়া যাইতাছে, লগে লগে গেল গিয়া, ছুইটা গিয়া আর একটা গ্রহ তৈরী হইতাছে ডেড গ্রহ হইতাছে আবার লীভিং গ্রহ হয়। অদ্ভুত ব্যাপার চলতাছে। কোন গ্রহের মধ্যে মিশা মনযোগ করি না দেখলে ভালই লাগে বেশ একটা ভ্রমণের মতন আর কি।ঘুইরা আইতাছি দেখি কি দেখা যায়।অমুক ধইরা ধইরা যায় গেলে স্রোতের মধ্যে ঢুইকা যাইতে হয়। স্রোতের মধ্যে বইয়া হেয় এর মধ্যে ঢুইকা গেল গিয়া। ঐ যে একখান পাঠাইয়া দিলাম না অগো স্রোতের মধ্যে গেছে স্রোতের মধ্যে গিয়া অগো লগে লগে দৌড়াইতাছে। গ্রহের মধ্যে ঢুইকা পড়ছে। অর তো মরনও নাই বাঁচনও নাই অসুখও নাই, বিসুখও নাই, Accident ও নাই গিয়া। ঐখানে দেখতাছে অগো লগে লগে বড় হইয়া যাইতেছে গিয়া। একটা গ্রহের মধ্যে ঢুইকা দেখতাছে। ঠুস কইরা আর একখান বাইর হইয়া গেল গিয়া। তার মধ্যে বিরাট হইয়া গেল। তার মধ্যে ছিটা আরম্ভ হইয়া গেল গিয়া। বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল। আগুনের গোলার মতন বাইরাইয়া যায়। এমনিতে তো ভাঙা ভাঙা কথা - এই সব বাইর করে কেমনে, রিসার্চ যারা করে এমনিতো এইভাবেই তো। কিছু কিছু কিছু বাইর করে হয় । সবটা কি আর বাইর করতে পারে। আমাদের কোন পার্টসে এটা আছে। এইটা বডির মধ্যেই এইটা বেশীর ভাগই সেন্সেসানের মধ্যে থাকে। এইখান টার মধ্যে থাকে বেশী, ব্রেইন এর ফাংশানের মধ্যে বেশী থাকে। খুব ক্রিটিক্যাল জায়গায় ওরা বসবাস করে, শিরা উপশিরায় -কি সুন্দর কাঁপে না ? ভিতর থিকা সবসময় এই সাউন্ড, যাউক ভাল করে কিছুইতো কইতে পারতাছি না, এটার থিকা Vibration হয় আচ্ছা এর সঙ্গে কনসেন্ট্রেশানের রিলেশান আছে না? Relation যে কার লগে আছে এইটা....

এইটার মধ্যেওতো কনসেন্ট্রেশান আছে। কনসেন্ট সবটাতেই আছে। কোন কনসেন্ট লাগাল পায়, কোন কনসেন্ট লাগাল পাওয়া যায় না , চল .... গেছিলি দেইখা আইছ? হ্যাঁ-

বডির ইটা অ্যানাটমি কস না কি, কি কস? হ্যাঁ, এইটাকে তছনছ কইরা দিতে পারবো, এইটা কিন্তু এইটারে বাইর করতে আমার কোন অসুবিধা হবে না। এইটা অনেক স্থুল তো, (অনেক স্থুল) এইটা লক্ষ কয়েক লক্ষ স্থুল , তার থেইকা আমি যেটা বিবরণ করবো এইটা কয়েক লক্ষ স্থুল। এইটা বাইর করতে আমার খুব সোজা হইয়া যাইতাছে। ফট কইরা ছাইড়া দিয়া পটাপট (৪ বার) অটোমেটিক্যালি ঐ টক টক মেশিন লন্ডনে সে

টাইপ করছে এই খানে এইটা টকটক টকটক কইরা আমি বাইরাইয়া যাইতে পারবো কিন্তু আমি কিছুই জানতে পারি না, আমার কিছুই জানা নাই নাম গুলি তোমাগো দিয়া দিতে হবে- A B C D কইরা নাম দিতে হবে আমি নাম তো জানিনা, এখানে নামটা এটা A এটা B এটা C এটা D এটা E এটা F কইরা কইরা নাম দিয়া দিয়া Point বাইর কইরা দেব তারপর তোমরা নাম দিয়া দিয়া এখানে বাইর করবা। এইটার এই পয়েন্টটা এইখানে গেছে এইটা এখানে গেছে। আমি খালি গ্রাফ আঁইকা দেব এই গ্রাফটা এইখানে গিয়া থামছে কেন? এইটা থামছে কেন? তাতো ঠিক হয় নাই। আবার টরেটক্কা বসাইতে হইব। থটটাকে ঐখানে বসাইয়া দিয়া ১০ লক্ষ স্তওে বসাইয়া দিয়া এইখানে আমি টরেটক্কা করবো। দুইটা Mind আমার এমন ভাবে রাখতে হবে একটা লোক দুইটা বাচ্ছারে খাওয়াইতাছে। তিনটা বাচ্ছারে খাওয়াইতাছে এক ব্যক্তি।

মায় খাওয়াইতাছে , তিন দিকে নজর দিতাছে। এই তুই এইটা খা-তুই এইটা খা-তুই এইটারে ধর, এইখানে যেমন করোনা ? আমি আসতাছি। এইটা বাজার থেইকা নিয়া আয়তো। আইচ্ছা ঠিক আছে, আইচ্ছা এইটা রাখ, তুই তাড়াতাড়ি যা ইস্কুলের তো সময় হইয়া গেল, বইগুলি নিয়া যা - একটা ব্যক্তি যখন এতগুলি কাজ করতাছে। আমার চিন্তা ঐ Mindটারে ঐখানে রাইখা দিয়া ঐখানে গেলে পরে থটটা রাইখা দিব - ঐ থট্টা এইখান টায় টেলিফোন লাগাইয়া দিব। অটোমেটিকালি আমার থিংকটা আমার মুভমেন্টস্ এই খানকার ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়া এইটা সেই ভাবে হোক যে ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়া ছেড়ে দেব। Put –A For এত, B for এত, A-this এই This Point come from here and there আচ্ছা তারপর from start এই শাখাটা কোথায় গেছে এই শাখাটা এইখানে কি কাজ করতাছে। সেই কাজের বিবরণ টা দিয়া দিব। বিবরণ একেবারে সম্পূর্ণ বিবরণ একেবারে এইখানে Blood-এখানে সেলস্ এইখানে কণিকা। এই খানে স্টমাকে এটা কি কাজ করছে। হার্ট কি কাজ করছে একেবারে প্রত্যেকের কাজের সঙ্গে সঙ্গে বিবরণগুলা একেবারে মিরারের মতন ফুল বডির একেবারে function টা প্রায় লাখ খানিক মত বাইরাইয়া যাইব। যা মনে হয় বেশ একটা ছক তৈরী কইরা। বিল্ডিংটা দেখা যায় না। ঐটাতো Plan টা সেটা ছেড়ে দেবো। যারা একটু পড়া শুনা করবে ঐ বিল্ডিং দেইখা দেইখা construction শুরু করবে এমন কনস্ট্রাকশন হবে না একে বারে পাকা পোক্ত চোখ বুইজা অন্ধ কেও যদি সেইটা সাজাইয়া দেয় অপারেশান কইরা আসতে পারবে। Medicine ওর কোন মেডিসিন, ready ঐটাই answer দেবে, দিস ইজ, কাইন্ড অফ মেডিসিন । মেডিসিন নাই তৈরী হয় নাই সিন্থেটিক বইলা দেবে। from হাইড্রোজেন this, অক্সিজেন this সয়েল থেকে Sault দিস অ্যান্ড from preparation this, সেই ক্যালকুলেশান দিয়া ও দিয়ে দেওয়া যাবে। কম্পিউটারের মতো? কম্পিউটারের মতন answer দিয়া দেবে কোন্ পারপাসে কোন মেডিসিন। কিডনির function from this এই করতে হবে। একসার সার এই করতে হবে। একেবারে অটোমেটিক্যালি function clear কি কইরা রাখা যায় তার বিবরণ টা দিয়া দেওয়া হবে,কারো ব্যায়রামই হবে না, তাইলে এই কয়টা ছক্ আঁকা থাকলে, একটা লোক আটশো, নয়শো বছর বেচে থাকাটা একেবারে easy Process, এইগুলা বেইর করবে কে? করবে কেডা? সবাইরে মরতে হইব তো? হ্যাঁ মরতে হইব তো। এইরকম কে বাইর করবে? বইর করার লোক কোথায়?

এত লক্ষ থেইকা বেস্ট হইছে মাত্র দুই একশ, লক্ষের অংশে। আর আমি তো আমার দশ বিশ পচিশ লক্ষে ইটা পর্যন্ত টানা এত ছকে তো লাগে না। এটা তো ফিজিকালি অনেক fat, অনেক স্থুল । এবং একটা আইএর বলের মধ্যে আই Department ছেড়ে দেবো। from brain sound থেকে যেইখানে,

আইডিপারমেন্টের যত ম্যাটার, এমন ম্যাটার বেস্তু হইয়া যাইব গিয়া, জীবনে কারো কোন অসুখই হইব না। কি কি ম্যাটার আছে? কোন্ বস্তুর উপরে নির্ভর কইরা কোন বস্তু supply দিচ্ছে কি-কি-এর মধ্যে সমস্ত মেডিসিন নয়, বিষয় বস্তু গুলো আছে সেইগুলো calculation কইরা কইরা তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হেবে। এই চোখের এই বিবরণ এবং চোখ টা এমন তোমরা করতে পারবা এই খানে কেটে দিয়া চোখ টা যদি এইখানে বসাইয়া দাও এইখানে দেখতাছে one man এর আই একটাই না অনেকগুলো আই Department আছে। ইচ্ছা করলে সেইখানে Oparation কইরা যদি চোখ বসাইয়া দাও পিঠ দিয়া সে দেখতে পারবে। শিরাটা সেখানে আছে। প্রত্যেক টি আইএর Seen টা আর কি সাইট টা বলছে from nose থেকে আরম্ভ কইরা এই পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় আই এর যে দর্শনের যে capacity টা শিরা উপশিরাগুলো এমন ভাবে ছড়ানো রয়েছে ইচ্ছা করলে যে কোন জায়গায় বলটা বসাইয়া দিলে আর বলটা আর একজনের চোখ আনতে হবে না। বলটা তৈরী করতে গেলে কি কি ম্যাটার দরকার সেই ম্যাটারটা যেখানে ঐখান থেকে answer দেবে, যে এই কর। ঐ ঐ আন এইখানকার তোমাদের ঐ জিনিষ নিয়া আসো তোমাদের এইখানে সেই জিনিস আছে। সেই জিনিষ দিয়া এইটাকে এতদিন এমুক জায়গায় রেখে দাও, তারপরে বরফের মধ্যে সেটা Preserve কর অটোমেটিকালি sense Grow করবে। এবং সেটা বলটা নিয়া পিঠের অমুক জায়গায় লাগাইয়া দাও। এই sense যেইটা যেই শিরাতে গেছে ধইরা ধইরা গিয়া সেখানে বলটা ফিট কইরা দাও দেখবা পিঠ দিয়া হে দেখতাছে।

কারণ সেন্সেসান Power যেখানেই আছে, সেইখানে সাইট পাওয়ার আছে। এইডা যাও eye department এ যাও অরা মাথায় হাত দিয়া বইব। সেন্সেশন পাওয়ার যেখানে আছে touch করলে যেখানে বুঝা যায় সেইখানে আই Power থাকরে। সেইখানে sense এই পাওয়ার থাকবে নোজ্ Power থাকবে। কেন হয় না । এক জায়গায় concentrate কইরা দিচ্ছে অমুক জাযগায় যাইতে গেলে research করতে হবে। তবে research কইরা সেটাকে out করতে হবে। Discover করতে হবে। Discover টা যে আছে সেটাই, এবং সেটা High Power দিয়া সেটা ম্যাটার কে তুলে নিয়া আসতে হবে। একেবারে সাংঘাতিক ব্যাপার। একটা Bloodএর সঙ্গে আর একটা Blood এর connection কইরা যদি দাও তোমার Power দিয়া ঐ Sight টা দেখতে পারবে। কি কইছি বুঝছ। ঐ সাইটের সঙ্গে যদি connection কইরা touch টা লাগাইয়া দেয় অর পাওয়ার দিয়া অর সাইটের লগে কানেকশান কইরা দিলে ও দেখতে পারবে সেই টা ও দেখতে পারবে।- সাংঘাতিক কথা এইটা। ও দেখবে , ওতো দেখবে, ও দেখবে ও দেখবে , ও দেখবে। দুইজনে মিলা দেখবে। দুই জনের মুখ দিয়া একটা জিনিস দেখে, বলছে যে দুইটা একই জায়গা দেখবে। এক connected এই গুলো বইসা আইডিয়া কইরা অরা অআ ইঈ কেমনে শিখবো। এগুলো বাইর করব কোথেকে। চিনিটা এইখানে দাও। চিনিটা এইখানে দিয়া তো মিষ্টত্ব বোঝতাছনা, কিন্তু অর Power দিয়া যদি সেইখানে লাগাইয়া দাও কিছুই না মিষ্টিটা এখানে পাইতাছে। hole body টাকে যদি চিন্তা কইরা যদি Set কইরা দেওয়া যায়। হে বড় অদ্ভুত ব্যাপার। অন্ত র্যামীত্ব কেমনে হয়? অরা করে কি কাটা ছিড়া না কইরা hole Parts এর মধ্যে ঐখান থিকা টরে টক্কা দিয়া এটারে অরা থট্টা কইরা গ্লান্ড এর সিক্রিয়েশান টা বাড়াইযা দেয় বাড়াইয়া দিলেই অরা পায় high Power Sight Power, Nose Power, হগল Power এইগুলো এরকম করে করে।

বিবরণ করে বাইর করুক তো দেখি দার্শনিক রা? এই এই point গুলো? এর প্রত্যেক টা scientifically একেবারে mathematics, হোল ম্যাথামেটিক্স আমি বইলা দিতে পারবো।

একটাও স্তর এইখানে নাই, তাইলে আমি একটা কাইটা দিয়া তরা কাইটা করস না ? চামড়া কাইটা দিয়া চামড়া লাগাইতাছে। চামড়াটার মধ্যে হার্টস্ লিভিং থাকে কি কইরা। লিভিং পার্ট থাকে। শিরা কাইটা দেয় শিরা দিয়া দেয়, আর একজনের কিডনি দিয়া লাগাইয়া হেইডা আবার কিডনির মধ্যে লাগাইয়া দেয় না? কি কইরা হয়। একটা শিরা হার্ট আইনা হার্ট লাগাইতাছে। দুই part যদি আর একটা আইনা লাগাইতে পারে তাইলে, হোল বডির মধ্যে mindটা তো একোবারে ই দিয়া First Class কারখানা কইরা মেডিটেশানের যাকে বলে, এই টাকে যাকে বলে কোন কোন জায়গায় ছাইড়া দেওয়া যায়। ধোর, আমি অত চিৎকার করি, একেবারে বেহুদা।

ভক্ত - তিরিশ দিন রেখে জোড়ানো হচ্ছে।

হ্যাঁ, বোঝলা আজ থেকে মনে করো পাঁচ লক্ষ বছর আগেকার কথা বলছি। blind সে চোখে দেখার parts টানতে পারতাছে না, তার লগে Blood কানেকশান কইরা চোখে দেখে।

দেখতে পায় ? হ্যাঁ লাগাইয়া দিচ্ছে, Blood কানেকশান এর লগে touch কইরা দিছে। অর ইয়ের লগে অর চোখ দিয়া ও দেখাতাছে। সে যদি অরে নিয়া যাইতে পারে feelings এ যাইতে পারে তাইলে ফিলিংস টা কি ফিলিংটা তো এইটাই। ঐ ফিলিংসটারে করল কি এখানে কানেকটড কইরা দিল এই Current Plus কইরা দিছে। ঐ টা টাচ্ কইরা দিব, touch কইরা দিলে অর যে Sight Power টা অর ভিতরে কার্যকরী হইয়া যাইতাছে। নীল- কিন্তু তারপরে দেখতাছে। ডিস্কাসন করব কি অখন ডাল হইয়া গেছে গিয়া, এই সুগারে টুগারে আমি অখন আর চিন্তা করতে পারতাছি না, সব ড্যামেজ সব ভালব সিরিজ বেকার হইয়া গেছে। তবে ফালাইয়া ছড়াইয়া যা দিয়া যামু এখন ৫০ লাখ বছরেও আবিস্কার করতে পারবে না - ৫০ হাজার বছর না। ৫০ লাখ বছরে এই আবিস্কার করতে সময় লাগবো। আমি Original সেই last power এর যেটা সেখানে গেলে সব পাওয়া যায় হেইখানে গিয়া আমি কম্পিউটার মেশিন বসাইয়া থুইয়া আইছি। আবার বয়সের সাথে বিকল হইয়া যাইতাছে। আমি কাজ করমু- এখানে ঝগড়া করি, বিবাদ করি, হের মন জোগাই তার মন জোগাই এই করতে করতে আমার দফা শেষ, আমারে যদি সুস্থমতন ঐখানে ফালাইয়া আইতে পারতি, আর একটু ইংরাজী শিখা নিতাম, দুই চারটা Word ফোয়ার্ড ভাল কইরা শিখা টিকা নিতাম, এই একমাস দুই চার মাস করলে শিখা হইয়া যাইত। আমি সেইটা দিয়া – পাত্র দরকার তো – ঢালব না আমি, পাত্র যদি না পাই কি কইরা হইব। এই গুলি আমি ঢালতাম, বীজটা ঢালুম কোথায় ঢালুম। ঐ দুই চাইরটা Word আমারে শিখাইয়া দিব। ব্যাকরন হউক বা না হউক, উল্টা পুল্টা কইরা কমু অরা ঠিক কইরা নিব,শব্দ গুলি দিয়া - একে বারে সাইলেন্ট ঘর। ঐ টা থাকব একেবারে সাইলেন্ট, কেউ কথা কইতে পারবোনা ঘরের মধ্যে থাকুম - আইনা বসামু আর আমি বইসা বইসা বিরাট বড় একটা কাগজ রাখুম কাগজের মধ্যে বসতে হইব আমার, আর গোটা পশ্চাশেক পেনসিল থাকবে, আর বইসা আমি ঐ সেই প্লানচেটের মতন অবস্থা আর কি, প্লানচেট ইজনাথিং, প্লানচেট একটা দৃষ্টান্ত দিলাম–

ভক্ত - প্লানচেট তো ঐ আইডিয়ার থেকে করেছে ? হ্যাঁ ঐ থটে। ঐ আস্তে আস্তে কইরা অটোমেটিকালি ঐ Word দিয়া বাইরাইয়া যাইব গিয়া - অটোমেটিক, আমার ফিলিংটা ঐ খানে লাগাইয়া দিমু, আমার খালি একটা জায়গা একটু কাইটা দিতে হইব, কাইটা দিয়া আমি ঐ খানে একটু matter দিয়া দিমু। ঐটা দিয়া যাতে Hand টা চলে আমার, অটোমেটিকালি আমি তখন দেখবো খালি আমি এইটার মধ্যে ব্যালেন্সটা চলছে কিনা - এমনে যায় এই মাথাদিয়া ইয়ের মত – B Consus - স্টীম ইংরাজী জানব তখন And this same refarence is চলবে চলতে চলতে এইখান দিয়া আরম্ভ করব। ঐ অবধি যামু, আবার ঐখান দিয়া

আরম্ভ করব চলতে চলতে থামু আর উঠাইতে আর পারুমনা - আবার ঘুরতে ঘুরতে যেইখান দিয়া যেইটা যায় অটোমেটিক একেবারে ঠিক ঐটার থিকা Corporate করুম - ফিট্ টা করুম বাই থট্, by mind এমন কইরা সেটেল কইরা থুমু যে অটোমেটিকালি Hole ডিসকভার টা আস্তে আস্তে - প্রায় বছর দেড়েক লাগবো ঐটার সঙ্গে বইসা, যখন খেতে যাইতে হইব, প্রশ্বার করতে হইব ঐ খানেই করুম, ঐ খানেই সব করতে হইব। মহা মুশকিল দেড়টা বছর যদি এইটা আমি ঠিক মতন করি – ঐটা দিয়া ছেড়ে দিব। একেক টা লাইনে Doctorate পাইব। এইটা একটা না। নোবেল প্রাইজ একটা না একেবারে - গইনা দিব। যে কয়টা নোবেল প্রাইজ দেয়। এইটা আছিল - সুযোগ আছিল কিন্তু ব্যবহার টাই করতে - পারতাছিনা, বুঝছ। এমুন, ভাষা নাই শব্দ নাই কিছু নাই একেবারে হাবা গোবা। তরমত যদি লেখা পড়া থাকত - আমার তইলে সুবিধাটা হইত বাইর করতে সুবিধা হইত। Englishনাম ওলা শিখুম কি - ভুইলা যাই গিয়া সব, শেষ বেলা বোকা বোকা হইয়া পইড়া রইলাম বাইরই করতে পারিনা। ঠিক মতন একেবারে দিয়া ছক কইরা দিয়া - তখন পড়লে প্রত্যেকে বুঝতে পারবে, প্রত্যেকে বুঝতে পারবে - আবার এও বইলা দিতাছি, মধু - প্রথমে চুষতে আরম্ভ করল ঐটা দেখলেই ছকটা দেখলেই যে কোন লোক একটু লেখাপড়া জানা সামান্য তারাই বুঝতে পারবে। এই এই এই পাগল হইয়া যাইব সব মাথা খারাপ হইয়া যাইব গিয়া। আমার মত যন্ত্রপাতি লইয়া কাটতে আরম্ভ করব। এমুন করবো। হেমুন করবো এক্কে বারে পাছা দিয়া দেখে, নাকদিয়া দেখে এইখান দিয়া দেখে হেইখান দিয়া দেখে। এই কিরে বাবা লাগাইয়া দেখতাছে কোন ব্লাইন্ড থাকবেনা কোন কিছু থাকবেনা। যেই বাচ্চা কথা কইতে পারে না- বাচ্ছা দেখা যাইব ওরে দিয়া কথা কইতাছে। ও চুপমাইরা বইয়া থাকব চুপ কোন কথা কবি না। ঐ যে কথা ওর সেই টার মধ্যে বাইজা যাচ্ছে হাউ হাউ কইরা কথা কইব। আদা - আব্বা আদি নেইয়া, আ ..... লাগাইয়া দিলে ও কথা কইব বল কি আছে বল, কইতাছে ও শোনতাছে এই টা কি বলতো -

কে -এ- ফু-উ-ল অ্যাঁ ফুল ফুল - একেবার কইবো বইয়া বইয়া সব-সাউন্ড বাইরাইয়া যাইব গিয়া আবার এইখান দা দিয়া দিমু - এইখান দিয়া Sound বাইরাইয়া যাইব - গিয়া। হারাবে না কিছু অটোমেটিক বাইরাইয়া যাইব গিয়া - সবতো পাঞ্চ আছে - বাজতাছে সেট (৮ বার) সব ফরমূলা পাইয়া যাইব গিয়া। তার একটা হাসপাতাল বানাইতে হইব। যত অন্ধ যত কথা কইতে পারে না। যত খোড়া , সব একে বারে সব আইনা ঢুকাইয়া দিমু এখানে। খালি চাকু তর হাতে দিয়া দিমু খনে চাকু ল্ আর - কাট - ঐ অনুযায়ী খালি কাইটা যা। আর বসাইয়া যা। অদ্ভুত ব্যাপার তো এমন একটা করতে পারবি। মনে কর এক জনের পাও নাই তর পাওটা কাইটা দিয়া - বোজ্জ অর মধ্যে লাগাইয়া দিলে ঘুইরা আইল গিয়া। আবার টান দিয়া পাও টা লাগাইয়া দিল্লী নবদ্বীপ চইলা গেল গিয়া, মনে কর ধার্ দিলি, যদি আবার পালাইয়া যায় তর আবার অসুবিধা হইয়া যাইব গিয়া। আরেক জনের ঠ্যাং কাইটা আবার লাগাইতে হইব। কাটাকাটি টা দেখা যায় সব জায়গা আলগা, বডির কিন্তু কিন্তু কোনটাই তর লগে Mixing নাই, fundamental –কোন জায়গা লাগানো নাই সব - তোর বডিটা ছাইড়া দিলে হগল ভরভরাইয়া পইরা যাইব গিয়া। বডিটা যদি ছুইড়া ফালাইয়া দেয়- হর হরাইয়া - গড়গড়াইয়া পইড়া যাইব - গিয়া এইটা খুইলা যাইব - ঐটা খুইলা যাইব - এইটা খুইলা যাইব কিছুই নাই - একেবারে সব আলগা - এই আলগা গুলি সব এই .... রাইখা দিছে সব যেখানে আলগা আছে, কেন আলগা আছে। তোমার এমন একটা দিন আসতে পারে, ঠ্যাংটা তুমি কাইটা দিলা। চামড়াটাতে একটু কাইটা দিলা আবার মুহূর্তের মধ্যে With in a second, ঐটা আবার এমন একটা 'ই' লাগাইয়া দেয়, 'কস্' লাগাইয়া দেয় Solution - এমন সলিউসান আছে, এবং বলছে, Nature থেকে বলছে, শুধু তাই নয় from head স্যাট্ কইরা কাইটা, কাইটা দিয়া - অর হেড্ টা আবার দিয়া আর

অর হেড্ টা এখানে লাগাইয়া দিতে পারবা। কিছুটা Moment এ । একটা head মরতে অনেকক্ষন সময় লাগে, একটা কচ্ছপের তোমরা মাথা কাইটা দেও।

ভক্ত - এইটা দেখাইয়াও দিয়েছে ?

কাইটা দিয়া moment এ কাইটা দিয়া আবার লাগাইতে পারবো। more solution- কিভাবে কাটতে হইব, কোন জায়গায় কাটতে হইব - ঐ গুলি শিখাইয়া দেওয়া যাইব সব। বললাম না ম্যাজিক, আমার শুধু যন্ত্র টা দরকার আছে। আমার মনে হয়, অখন ও কাইটা দিলে আমি কইরা দিতে পারুম। এই টা যদি practice করতাম, ৬মাস হাত পাকাইতাম আমার মনে হয়। স্যাট কইরা কাইটা দিয়া - সন্তোষের গলা কাইটা ফালাইলাম। কাইটা দিয়া লাগাইয়া দিলাম - করছি তো অনেক - moment এ, কেমনে blood হয়, কোথ্থেকে blood হয় Hole Universe থেকেই ইথারের থেইকা Air এর থেকে blood- এমন একটা parts আছে। অটোমেটিক যেমন বোতল দিয়ে blood দাও, বোতল টোতল লাগবেনা। hole ই দিয়ে blood টা তৈরী হইয়া যাইব গিয়া ফুস কইরা - Passing যেটা দিয়া blood নেওয়ার জন্য শিরাটা আছে সেটা অকেজো - হইয়া পইরা রইছে। সেই টারে ধইরা ছাইড়া দেব সু-সু - সু-সু কইরা ব্লাড নিয়া নিব। অদ্ভুত এক্কেবারে। তোমার Original লেখাই থাকবে – Original from where you have come.

যেখান থিকা যেই Source টা তুমি নিয়া আসবা– সেই সোর্সের Advantage তুমি প্রতি মুহুর্তে পাবে। Second এ পাইবা। এই টা basis কইরা নাও, –Here is the end of the subject now.

–এই শব্দ গুলো আপনে জানছেন এই দিয়া আপনে ভাষা দিয়া সব যদি গুছাইয়া দিয়া দিতেন। আ হা - কি রকম অবস্থা আপনি সেখান কার-ই-একটা মেশিন বসাইছিলাম – ওখানে মেশিন বসাই, এইখানে Answer দিতাছে আমি Answer দিমু কোইথিকা এত গুলি Word কোইথেকে জানবো - একে বারে সব - নখদর্পনের মতন। দরজায় দরজায় সব প্রহরী - আছে। প্রহরী গুলো আমাকে সব - সব দাড়াইয়া রইছে। ইস কি অমূল্য সম্পদ আপনার কাছে আছে আপনা কাজ আপনি - আপনি সব এগুলি বাদ দিয়া দেন - এদের সঙ্গে কিছু আপনি মিশবেনা। না আমি পারিনা। আমার এইখানকারের ঝগড়া বিবাদ মিটাতে মিটাতে আমি শেষ। তাতো হবেই - ন্যাচার থেকেই আপনাকে এই অশন্তিতে রাখছে আপনাকে দিয়া কিছু বাইর করুম - ন্যাচার মনে হয় চায়না নাকি। আপনার মতন ব্যক্তি এইভাবে পইরা রইছে। কেস হল টেস হইল দেখেন। এক্কেরে। সে কি বলব আমি আর। কতকথা মনে পইড়া হঠাৎ - হঠাৎ বললাম - এই যে কথাটা কইলাম। একটা বলার flow আসে (ভক্ত) এই বলাটা যদি আরে ৪ ঘন্টা বলি তাইলে দেখবা বেশ কোন অসুবিধা হয়না এতে। এখন এত ঝামেলা এত অশান্তি এত এখান কার ইর মধ্যে কে বলতে যাবে - যে বিষয় বস্তু টুকু বললাম Whole Universe এর একটা Jist আমি তোমাগো দাঁড়া করাইতে পারি।

অতো খবরাখবরের তো দরকার নাই আমার, ক্যামেরা দিয়া এত বড় বিরাট বাড়ীটা এত টুকু উইঠা যায়। এত বড় বাড়িটা এতটুকুর মধ্যে। বিরাটত্ব টা বুঝা যায় এমনি চমৎকার বুড়া, বাচ্ছা সমান চেহারার বুড়া মানুষ কে এত টুকু দেখা যায়না। দেইখা বুঝবা তার বয়স ৮৫ বছর, কইতে পারবা, এই খানে বইসা ঠিক বুঝতে পারবা। এও ঠিক - তাই Whole Jist টা যা দিয়া দিমু, দেইখা বুঝতে পারবা। যে এই এই জিনিষ -function তো রইছে তোমার মধ্যে। আমি খালি Study করে দিচ্ছি ও গুলো। যাই Study করবা থট্ টা gland এর মধ্যে সব বারি খাইতে আছে। ঐ সমস্ত নার্ভের মধ্যে গিয়া বারি খাইতাছে। এই টা ঐখানে ঐটা এখানে সব পড়বা ঐটার মধ্যে বাইরাইয়া আসব, জিহ্বায় স্বাদ নিতাছে। কি স্বাদ তুমি জাননা

পড়লে বুঝবা হ্যা তিতা। বুঝাইয়া দিব। এইটা Whole body টাই toung, এই টাং অল টাং সব টাং, সে তার catch করতাছে খোরাক পাইয়া যাচ্ছে। নিয়া নিতে পারবা কোন অসুবিধা নাই।

যা - আর শুনতে গেলে - ক্লাশে ক্লাশ করলে ইস্কুলে গিয়া ভর্ত্তি হইতে হইব।

আমার মুলাধার আর সহস্রার সবটা চক্র দিয়াই আমি চইলা যামু গিয়া। একটা নাকি সূর্যও একটা না- পৃথিবী ও একটা না। moon একটা না - আমার সবটার মধ্যে sense আছে। সব গ্রহের মধ্যে সেন্স আছে। সব চন্দ্র সূর্য সব বুঝে। সবাই বুঝতাছে। হেইডাও বুঝাইয়া দিবো - হেইডা যে বোঝে সান কি বলতাছে। আমার লেন্স এর মধ্যে দিয়া এখানে Sun এর থেকে সব সময় যে response হচ্ছে এবং সে যে Answer দিচ্ছে Sun always এ - অন্য জাহাজে যদি বলে দুরের থেকে বলেনা। Rader station থেকে বলেনা - এ ওয়েদার ইজ ফেইন্ড, 48^0 down and start is and $3rd^0$ of reach এই ওইখান থেইকা যে Control করছে কোন নার্ভ টা সেটা আজ পর্যন্ত আবিস্কারই করতে পারে না কেউ, সেই নার্ভ আমি খুঁইজা বাইর কইরা দিমু কোথায় নার্ভ। দেখবা যন্ত্রতে দেখবা এখানে উই গাছরা দিয়া রইছে একে - বারে খারা হইয়া রইছে সূর্য মুখি। একবার সূর্য যদি এদিক ওদিক যায় নার্ভ টা ঐ দিক ঐদিকে ঘুরায়। তার সূর্যমুখী ফুল, তার Instants এক্কেরে এই রকম। যখন নাকি ডার্ক হইতাছে সূর্য যাইতাছে এই রকম হইয়া থাকে - আবার যদি morning এই রকম উঠতে থাকে।ঐটা এই রকম হয় একাধারসে একেবারে লগে লগে ঐরকম ঐরকম ঘোরতাছে , ঘোরতাছে সুধুনা - এই টার মধ্যে প্রত্যেকটির মধ্যে বলছে চোখ মুখের মধ্যে কনা কনা - Answer দিলে বোঝে কি হইল গো - Yes from yes sun from what, yes sun is this - and telling nere is body তোমার বডিটা এখন এই Circulation চলছে এই Circulation টাকে এখন Stop করে দাও। এই জায়গায় নার্ভ দিলে Circulation Stop হবে এবং তোমার বডির হার্টবিট এত হাই ১২৫ চলছে কেন চলছে answer দিচ্ছে সব, sun থেকে Answer দিচ্ছে সমস্ত পার্ট সব জীবের মধ্যে। real answer দিচ্ছে প্রত্যেকের answer যার যার ব্যক্তির answer , তুমিমনে কর সব অ্যানসার সব একেক জনের এইটা যার যার হইয়া translation যার যার হইয়া যইতাছে, যার যার body তারতার হইয়া কথাটা বলতাছে। মনে কর যে answer দিতাছে পিপড়ার যা তোমার ও তানা - হের ১২৫ না তোমার ১২৫ হের ১৬০ তোমারেও সেইরকম চালাইতাছে। কোন নার্ভ টা চলছে হেইনার্ভটাকে কি করতে হবে তা treatment টা কইরা নিতে বলছে। treatment টা কেমনে করতে হবে হগলইকি চাকু দিয়া কাটতে হবে নাকি কিছুনা একটু নিমপাতা খাইতে কইছ। তোমারে its a bitter part এ বিটার তিক্ততার তিক্ততা টা কি নিমপাতা ১০ টা খাইয়া ফালাও। দেখা গেল হইয়াগেল - হইয়া গেল ৭০ - তোমার মেডিসিন এই খানে আছে। আর sun সব সময় অলওয়েজ তোমাকে গাইড করতাছে এবং গাইড কি তোমারে Answer দিতাছে ঐ answerটা তোমার এই language দিয়া বাইর করতে হবে। first class হুট কইরা আর একটা নার্ভ আছে- Hole Star এর গ্রহের গুলোরে - টানতাছে সে Influance করতাছে কি কি গ্রহ তোমাকে Sound দিচ্ছে। তুমি কেন আমার সঙ্গে Correspondence করতাছ না তুমি কেন এই ভাবে বইসা আছ। সে Corospondence এর যে parts টা সেটা তোমার মধ্যে এমন কইরা ওঠে। ওঠা ঠেলা দিয়া এমন কইরা ওঠতে হইব। ওইটা Octopus এর মতো উইঠা থাকে ছেড়ে দিলে ৫০ - ৬০ টা শাখা হইয়া যায় গিয়া। এক বারে parts বাইরা যায় গিয়া একেবারে first class কতগুলো এর মধ্যেই আছে। Hole star এর কথা বার্তা গুলো এইটার মধ্যে আইতাছে। বাড়ি খাইতাছে, কি চমৎকার- তারপর কইতাছে কি star মধ্যে কি হইতাছে। তোমরা এমন তোমরা অনাত্মীয় হয়ে গেছ আমাদের সঙ্গে relation

টা রাখনা কেন? কেন আমাদের সঙ্গে Corespondene করনা? কি কইরা করব ? কেন - কি কইরা করব? তুমি জাননা! তুমি কোথেকে আসছ ? Vanising Place, থেইকা আইছ। হ্যাঁ Vanising Place থেইকা আছি। তাইলে Vanising Place এর তাকে call কর।Vanising Place এর power আছে অনেক। Vanising Place কোথায় ? দেখা গেল মেরুদণ্ডে পিছনে রইছে। Vanising Place শূন্যের থেকে আইছে তো - সব বিষয় বস্তু থেইকা। সেই Vanising Place তাকে call কর, fire brigade call অথরিটি ফর কইরা Vanising এ গেল। তুমি আমাকে- call করনা আমি কি করে যাবো, আমার যাবার রাস্তা কোথায় ? তাহলে বলল ঠিক আছে, এই রাস্তা টায় কি করে করবো ? এই Parts এ ঠেলো এই parts এর থেইকা এই parts টা তাকে জাগাইয়া দাও। ফট্ কইরা Vanising Place এ ছাইড়া দেও। Vanising Place এ যেই তোমার mind টা গেছে তখন সঙ্গে সঙ্গে, এই body টা না Disolved হইয়া যাইতাছে গিয়া। Vanising একেবারে মিশা যাইতাছে গিয়া। মিশা গেলে কি হইব, অস্তিত্ব নষ্ট হইতাছেনা, মিশবা অস্তিত্ব নষ্ট হবেনা।. ফোড়াটা গইলা গেছে গিয়া matter টা রইয়া গেছে। কিভাবে ? তুমি এখন আমার সঙ্গে corespondence কর। moment এ তুমি চইলা আসতে পার এখানে। আইসা তোমার কি করতে হবে এই যেই parts আছে তোমার Oxygen, heat, এক, সব কিছু তোমার বিয়ারেবল, এক, Speed টা কে maintain কর within a moment চইলা আস্। চইলা গেলা গিয়া। ভুস্ ... একেবারে মিনিটে ঐখানে গিয়া কথা-বার্তা কইয়া চইলা আইসা পড়লা। কিরকম ? জল চইলা যায় বরফ হইয়া পড়ে বোঝনা ? কিভাবে যে গন্ধ চইলা যায় বোঝনা ? আকাশের যে ভাষা, একই policy -একই Same : ঐখানে বরফই যন্ত্র। আস- মাধব (ভক্ত) মিনিটের মধ্যে থট্ গিয়া থট্ গিয়া ঐখানে body নেবে, body নিয়ে ওখানে বসবে। থট সেল্ফ বডি হইয়া যায়। ঐ বইসা টইসা বিয়া সাদি কইরা আইতে পারবা। ঘর সংসার কইরা আইতে পারবা।

নবদ্বীপ ? -

হ্যা - নবদ্বীপ,

বাবা --- চল - জল দিয়োগো - ঐটা পরে খাব ।